শিক্ষক প্রশিক্ষণ : প্রেক্ষিত ইসলাম

লেখক : ড. এম জাফর ইকবাল, অনুবাদ : জনাব এম রুহুল আমিন, এম আব্দুল আযিয এবং রওশন জান্নাত।
প্রকাশক : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি), আইএসবিএন : ৯৮৪-৭০১০৩-০০০১-৭,
মোট পৃষ্ঠা : ৩৩৬, মূল্য : ১৫০ টাকা।

ক. মুসলিম উম্মাহর পতন যুগে সুদীর্ঘ কাল পরাধীন থাকার পর বিগত শতাব্দিতে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামি পুর্নজাগরণ আন্দোলন দানা বেধে উঠে এবং ধীরে ধীরে বর্তমান সময়ে প্রায় সব মুসলিম প্রধান অঞ্চল রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু ইসলামি জীবনাদর্শের ভিত্তিতে ব্যাক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্র পরিগঠনের কাজ বলতে গেলে অনেকটাই অনগ্রসর। কারণ পরাধীনতা-উত্তর যাদের হাতে দেশ, রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব বর্তেছে বা দায়িত্ব হাতিয়ে নিয়েছে তারা প্রধানত: প্রাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং প্রাশ্চাত্যের ভোগবাদী ও পুজিবাদী ধ্যান ধারনায় অভ্যস্ত।

তবে আশার কথা এই যে, উম্মাহর বেশ কিছু প্রতিভাবান বুদ্ধজীবি ও সংগঠন সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের উপযোগী জনবল তৈরিতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ইসলামি সমাজ বিনির্মাণে দক্ষ জনবল তৈরিতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ইসলামি জীবনাদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থার পূণর্গঠন। এ ব্যাপারে আধুনিক কালের মুসলিম চিন্তাবিদগণ যথা বদিউজ্জামান নূরসী, ডা. আলী শরীয়তি, আল্লাম ড. মু. ইকবাল, সাইয়েদ আলা মওদূদী, হাসানুল বান্না, সাইয়্যেদ কুতুব প্রমূখ শিক্ষার ইসলামি দর্শন, শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ কাঠামো ইত্যাদি নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এরই ভিত্তিতে পরবর্তিতে জ্ঞানের ইসলামি করণ, শিক্ষা ব্যবস্থার পূণর্গঠন, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন কায়েম করার লক্ষে ড. ইসমাইল আল রাজী, ড. সৈয়দ আলী আশরাফ, সাইয়েদ নকীর আল আত্তাস, আব্দুল হামিদ আবু সোলায়মান প্রমূখ ইসলামি শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তোলেন। যার ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন মুসলীম রাষ্ট্রে সরকারি বেসরকারিভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা গড়ে উঠে। শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার সাথে সাথে এরই আলোকে শিক্ষা দানের মূল কাজটি বর্তায় শিক্ষকদের উপর। ফলে ইসলামি দৃষ্টিতে যথোপযুক্ত শিক্ষক তৈরির কাজটি সর্বাধিক গুরুত্বের দাবিদার। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সংস্থা এ ধরনের শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপানুষ্ঠানিক কার্যক্রম সীমিত পর্যায়ে চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন দেশে বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের কয়েকটি শিক্ষা অনুষদ বা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণের কাজ চলাচ্ছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মূল ধারায় ডিগ্রি প্রদানমূলক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে আমার জানামতে আমাদের কাংখিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ মূলক শিক্ষাক্রম ও কার্যক্রম সুসংগঠিত ভাবে চালু হয়নি। এ প্রেক্ষিতে আলোচ্য গ্রন্থটি বিশেষ বিবেচনার দাবিদার। এটি লেখকের পিএইচডি থিসিসের গ্রন্থরূপ। বিভিন্ন মুসলীম দেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম প্রনয়ণ ও কার্যক্রমের মডেল বিনির্মাণের পথিকৃত হিসেবে গ্রন্থটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে এ আশাবাদ নিশ্চিত ভাবেই করা যায়।

খ. গ্রন্থটিতে পূর্বকথা ও মুখবন্ধ ছাড়াও ৭ টি অধ্যায় রয়েছে। ভূমিকা হিসেবে প্রথম অধ্যায়ে লেখক শিক্ষক প্রশিক্ষণ : ইসলামি প্রেক্ষিত বিষয়ক গবেষণার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। এতে ভবিষ্যতে যারা এ বিষয়ে গবেষণা করতে চান-তাদের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা রয়েছে। বিশেষ করে সূত্র অনুসন্ধানের কাজটি সহজ হবে।

মৌলিক ধারণা সমূহ শিরোনামে দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি জ্ঞানের ইসলামি ধারণা; স্রষ্টা সম্পর্কিত দার্শনিক ও ইসলামি ধারণা; মান সম্পর্কিত দার্শনিক ও ইসলামি ধারণা; মহাবিশ্ব সম্পর্কিত দার্শনিক ও ইসলামি ধারণা; মূল্যবোধ বিষয়ক সাধারণ ও ইসলামি ধারণা এবং ইসলামে সমাজের ধারণা সহ সমসাময়িক মুসলীম সমাজের চিত্রও খুব সুন্দর ভাবে

তুলে ধরেছেন। এ অধ্যায়েও লেখক প্রচুর সূত্র উল্লেখ করেছেন যা গবেষকদের জন্য মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ড. ইকবাল 'শিক্ষা' পরিভাষাটির বিশদ আলোচনায় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরে ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থায় মৌলিক বিষয় সমূহ নিশ্চিত করতে তার বিভিন্ন দিক চিহ্নিত করেছেন। এ অধ্যায়ে তিনি আধুনিক মুসলীম গবেষকদের বিভিন্ন গবেষণা কর্ম সূত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

'শিক্ষণ ও শিক্ষক' শিরোনামে চতুর্থ অধ্যায়ে লেখক শিক্ষণ ও শিক্ষক বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা রাখেন। আধুনিক চিন্তাধারা ও ইসলামি ঐতিহ্যের আলোকে আলোচ্য বিষয় গুলো হল– শিক্ষণ; শিক্ষকের মর্যাদা, শিক্ষকের গুণাবলী, শিক্ষকতার সময়, শিক্ষক নিয়োগ, বেতন, অবসর ভাতা, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, সমকালীন সমাজে শিক্ষকের ভূমিকা, মুসলিম শিক্ষকের ভূমিকা, শিক্ষকের আদর্শগত ভুমিকা, ইসলামি শিক্ষকতার কৌশল, শিক্ষকতা পেশার মর্যাদা, শিক্ষকের অধিকার ও দায়িত্ব।

'বিশ্ব প্রেক্ষিতে শিক্ষক শিক্ষণ' শিরোনাম সম্বলিত পঞ্চম অধ্যায়টি এ গ্রন্থের সর্ববৃহৎ অধ্যায়। এ অধ্যায়ের প্রথমেই তিনি শিক্ষক শিক্ষণে শিক্ষার্থীদের করণীয়গুলো চিহ্নিত করেন এবং এরই ভিত্তিতে শিক্ষণ কার্যক্রমের ব্যবহারিক দিক সমূহ বিশ্লেষণ করে শিক্ষণে তত্ত্ব ও অনুশীলনের রূপরেখা এবং এর মাধ্যমে অর্জিতব্য লক্ষ্যগুলো তুলে ধরেন। দ্বিতীয়ত : মুসলিম বিশ্বে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বর্তমান অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। সাথে সাথে মুসলিম বিশ্বে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কেমন হওয়া উচিত– তাও সংক্ষেপে তুলে ধরেন।

অতঃপর লেখক বৈশ্বিক দৃষ্টিতে স্মারণী-১, ২, ৩ এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন তথ্য এবং প্রাথমিক শিক্ষক তৈরীর কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে স্মারণী ১ এ মুসলিম বিশ্বের দেশ সমূহ; স্মারণী ২ এ অমুসলিম দেশসমূহ এবং স্মারণী ৩ এ মুসলিম, অমুসলিম ও সব দেশের গড় অবস্থা দেখানো হয়েছে। একই ভাবে স্মারণী ৪, ৫, ৬ এ মাধ্যমিক শিক্ষার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ অধ্যায়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক- গবেষক প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষক তৈরীর জন্য জার্মানী, ইন্দোনেশিয়া, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, চীন ও সুইডেনে বর্তমানে যে কার্যকম চালু রয়েছে পর্যাপ্ত স্মারণীসহ (নং ৭-১৭) তার বিবরণ দিয়ে সংক্ষেপে তা বিশ্লেষণ করেছেন। অধ্যায়ের শেষাংশে তিনি বর্তমানে প্রচলিত কয়েকটি শিক্ষক শিক্ষণের মডেল তুলে ধরে তাত্ত্বিক মডেল উন্নয়নে বিবেচ্য দিকসমূহ চিহ্নিত করেন। এ অধ্যায়েও তিনি প্রচুর সূত্র দিয়েছেন।

ছষ্ঠ অধ্যায় এ ইসলামি শিক্ষা দর্শনের আলোকে ড. জাফর ইকবাল তার থিসিসের মূল প্রতিপাদ্য 'শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রস্তাবিত মডেল' শিরোনামে পর্যাপ্ত পরিস্ফুটন তথ্যাদিসহ ও প্রাথমিক, মিডল ও মাধ্যমিক শিক্ষক তৈরীর জন্য চার (৪) বছর মেয়াদি ও দুই (২) বছর মেয়াদি দুটি মডেলের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। পরিশেষে লেখক সপ্তম অধ্যায়ে প্রস্তাবিত মডেলে উল্লেখিত কোর্স সমূহের বর্ণনা দিয়েছেন।

গ. ১. মুসলিম দেশসমূহে বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারিভাবে ইসলামি আদর্শবাদের ভিত্তিতে যে শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন চলছে বা চিন্তাভাবনা হচ্ছে সেক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি অনেকটা পথ প্রদর্শকের কাজ করবে। বাংলাদেশে বিশেষ করে যারা ইসলামি শিক্ষা আন্দোলন চালাচ্ছে, যারা ইসলামি দৃষ্টিকোনকে সামনে রেখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠন/ সংস্থা পরিচালনা করছেন তাদের নেতৃত্বেস্থানীয়দের এ গ্রন্থটি পড়া একান্ত প্রয়োজন মনে করি।

২. আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শিক্ষা ব্যবস্থা বহুলাংশে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রানাধীন। শিক্ষানীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ইত্যাদি সবকিছুই মূলত সরকার নিয়ন্ত্রিত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, বোর্ড ও স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন প্রভৃতি সংস্থা এবং বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা একটি

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হয়। ফলে এসব সংস্থায় যদি সমমনা ও সম আদর্শের জনবল থাকে তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে অবদান রাখতে পারে। মুসলিম দেশসমূহে এধরনের জনবলের সিংহভাগই মুসলিম। আমাদের উচিত পরিকল্পিতভাবে ইসলামি আদর্শে নিষ্ঠাবান, মেধাবী কর্মীদেরকে শিক্ষা বিজ্ঞান (pedagogy) ও জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology) এর উপর পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণে উৎসাহিত করা। প্রয়োজনে শিক্ষাবৃত্তি দিয়ে তৈরী করা, যাতে তারা উপরোক্ত জনবল হিসেবে কর্মরত হতে পারে এবং শিক্ষা বিজ্ঞানের (pedagogy) বিভিন্ন শাখায় গবেষণা করে ইসলামি শিক্ষা আন্দোলনকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে পারে- সে দিকে দৃষ্টি দেয়া। এ ক্ষেত্রে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও সূত্র হিসেবে উল্লেখিত দলীলাদি, কেন্দ্রীজস্থ ইসলামি একডেমীর বইসমূহ এবং এম আফজালুর রহমানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বইটি (মূল রচনা উর্দূতে অনুবাদ মাওলানা মোশারফ হোসেন, প্রকাশনা- ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি) পথ প্রর্দশিকা হিসেবে কাজ করবে।

৩. আধুনিক কালে শিক্ষা বিজ্ঞান (pedagogy) জ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা যার শিক্ষানীতি, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা মূল্যায়ণ, শিক্ষা গবেষণা, শিক্ষা প্রযুক্তি ইত্যাদি অনেক প্রশাখা রয়েছে। এমতাবস্থায় ইসলামি দৃষ্ঠিকোন থেকে শিক্ষা বিজ্ঞানের (pedagogy) সকল পরিসরকে পূণর্বিন্যাস করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রচুর গবেষণা হওয়া দরকার। শুধু শিক্ষক ও প্রশিক্ষণকে কেন্দ্রিভূত করে কলেজ অব এডুকেশন/ফ্যাকাল্টি অব এডুকেশন/ ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন এ শব্দগুলো পরিহার করে ইসলামি দৃষ্টিকোন থেকে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চতর প্রতিষ্ঠান সমূহে কলেজ অব পেডাগজি/ ফ্যাকাল্টি অব পেডাগজি বা শিক্ষা বিজ্ঞান অনুষদ নামে এ শিক্ষা কার্যক্রমে এমনসব সাধারণ ও বিশেষায়িত কর্মসূচী প্রনয়ণ করা দরকার যাতে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক, শিক্ষানীতি নিদ্ধারক, শিক্ষাকার্যক্রম প্রণেতা, শিক্ষা প্রশাসক ও ব্যবস্থাপক, মূল্যায়ন পরিচালক– এধরনের জনবল ব্যাপকভাবে স্ব স্ব বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে বাস্তবধর্মী ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করতে পারে এবং কর্মক্ষেত্রে যেতে পারে।

৪. বিজ্ঞ লেখক গ্রন্থটিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের দুটো মডেল দিয়েছেন যা- ৪ বছর ও ২ বছর মেয়াদি। এর উপর আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যেতে পারে। যেমন: একদিকে উপরে উল্লেখিত শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জনবল তৈরির কর্মসূচী প্রণয়নে ৩ বছর, ৩+১ বছর, ২+২ বছর মেয়াদী কার্যক্রম, অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষাক, মাধ্যামিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মকর্তাদের (জনবল) জন্য কোর্স কারিকুলামে জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology) সহ মূখ্য বিষয় (Core subjects), নৈর্বাচনিক ও ঐচ্ছিক বিষয়সমূহের বিভিন্ন গুচ্ছ তৈরী করা যেতে পারে।

৫. গ্রন্থটিতে সূত্র হিসেবে প্রচুর দলীলাদির উল্লেখ রয়েছে। বিআইআইটির চলমান বিভিন্নমুখী বুদ্ধি বৃত্তিক কার্যক্রমসমূহের প্রত্যক্ষ সহযোহিতায় সমাজের প্রতিভাবান ও ইসলামে নিষ্ঠাবান তরুন যুবকদেরকে শিক্ষা বিজ্ঞানের উপর গবেষণায় কাজে লাগানো যায় কিনা তা সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা সংগঠনগুলোর বিবেচনা করা দরকার।

৬. গ্রন্থটিতে- এটির কোন সংস্করণ ও প্রকাশনাকাল উল্লেখ নেই। আমার জানামতে এটিই প্রথম সংস্করণ। এতে মূদ্রণ জনিত কিছু বানান ভুল রয়েছে। অনুবাদকত্রয় বেশ মুন্সিয়ানার সাথে বইটি অনুবাদ করেছেন। তবে কিছু কিছু ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দায়নে বিকল্প শব্দ ব্যবহার ও কিছু বাক্যগঠন জটিলতা দূর করে পরবর্তী সংস্করণ বের করা হলে গ্রন্থটির বোধগম্যতা আরো সহজতর হবে। সেই সাথে গ্রন্থটি সুখ পাঠ্য হিসেবেও আরো ব্যাপক সুনাম কুড়াতে সক্ষম হবে। পরিশেষে গ্রন্থটির প্রতি শিক্ষাবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এর বহুল প্রচার কামনা করছি।

প্রসঙ্গত

১. বিআইআইটি সূত্র হিসেবে উল্লেখিত দলীলাদি, কেন্দ্রীজস্থ ইসলামি একাডেমীর প্রকাশনাসমূহ, আই আই ইউ এম এর সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা, শিক্ষা বিজ্ঞানের (Pedagogy) উপর পাশ্চাত্যের আধুনিক মৌলিক গ্রন্থসমূহ দ্বারা তার গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ করলে গবেষকদের দিয়ে কাজ করানো সহজ হবে।

২. তাছাড়া এ পর্যালোচনাসহ গ্রন্থটি ও জার্নালটি বিশেষ করে বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় সৌজন্য কপি হিসেবে পাঠিয়ে তাদের গ্রন্থাগারে তা রাখার ব্যবস্থা করা যায় কিনা-সে ব্যাপারে বিআইআইটি পদক্ষেপ নিতে পারে।

প্রফেসর মু. ইদ্রিস আলী
সাবেক অধ্যক্ষ, টিটি কলেজ।

সুরা ফাতিহা : মর্ম ও শিক্ষা

লেখক : ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক, প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল: ২০০৬, আইএসবিএন : ২৯৭-০৬-১০৮৯-৯, পৃষ্ঠা: ২৩২, মূল্য : ৬৪ টাকা।

আশরাফুল মাখলুকাত তথা মানব জাতীর হেদায়াতের জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা যে সংবিধান (কুরআন) দান করেছেন তাঁর প্রথম দফা হলো সুরা ফাতিহা, যা ইসলামি জীবনদানের মৌলিক বিশ্বাস ও বিষয়াবলী উপস্থাপন করে। মানব মনকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি করে।

সুরা ফাতিহায় সমগ্র কুরআনুল কারীমের একটি সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর ভূমিকা পেশ করা হয়েছে তাই এই সুরাটিকে পবিত্র কুরআনে সারমর্ম ও নির্যাস বলা হয়। এই দিক থেকে সুরাটির আধ্যাত্মিক মূল্য অপরিসীম।

একজন মুসলমান প্রতিওয়াক্ত নামাযের প্রতি রাকাতে সুরাটি আরবিতে পাঠ করে থাকেন। অধিকাংশেরই এর অর্থ, গুরুত্ব, মর্ম, শিক্ষা অজানা। বাংলা ভাষাভাষি মুসলমানদের জন্য এর থেকে ফায়দা নেওয়া আরো দূর্বোধ্য।

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর নান্দনিক গবেষক ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক "সুরা ফাতিহা : মর্ম ও শিক্ষা" গ্রন্থটি প্রণয়ন করে মুসলিম উম্মার কল্যানার্থে/ হেদায়াতের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

সুনামধন্য লেখক গ্রন্থটিকে তিনটি অংশে ও ১৬টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। ফলে গ্রন্থটির মূল্যবান অনেক অংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ □ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ □ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ□ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ □ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ □ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ □

প্রথম অংশে সুরাটির বিন্দু প্রাসঙ্গিক আলোচনা, ভূমিকা/ শুরু কথা, নামকরণ, বিষয়বস্তু, নাযিল হওয়ার প্রেক্ষিত সংযোজিত হয়েছে। এতে আরো আছে সুরা ফাতিহার বাংলা অর্থ সংক্ষিপ্ত টীকা ও ফাতিহার শিক্ষা।

দ্বিতীয় অং হল, সবচেয়ে দীর্ঘ। এতে প্রতিটি আয়াতের ব্যাখ্যা ও মর্ম দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় অংশ শেষ হয়েছে 'আমীন' এর অধ্যায় দিয়ে। সবশেষে রয়েছে সুরা ফাতিহা সংক্রান্ত মাসালা-মাসায়েল, ফাতিহা ব্যতীত নামাজ শুরু হওয়া না হওয়ার বিষয় এবং ফাতিহা নামকরণ ও ফজিলত।

এর পাশাপাশি গভীর আলোচনার সার্থে যে সব বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে তা হলো স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব আল্লাহ তায়ালার সাথে বান্দার সম্পর্ক, 'আউযুবিল্লাহ' ও 'বিসমিল্লাহ' বিষয়ক শব্দ বর্ণনা এবং ইতিহাস থেকে শিক্ষা।

একজন গভেষক গবেষণার ছকে পবিত্র কুরআনকে সাজিয়ে এর সারমর্ম ও অজানা মর্মার্থ দিনের আলোয় তুলে আনতে পারেন। গবেষণার শক্তি ও বাস্তবতার উপর নির্ভর করে মানুষ আরোপিত ভুল ব্যাখ্যার শৃঙ্খল ভাঙ্গতে পারেন।

আমাদের জীবন কালের যে ইতিহাসে আমরা ছিলাম তা যখন আমরা ভুলে যাই, নানা বিকৃতির রং তার উপর চাপানো হয় তখন একজন ইসলামি গবেষকের ভূমিকা নিশ্চয়ই হওয়া উচিৎ আমাদের যে হারানো মৌলিক সত্যসন্ধনী আদর্শে পৌঁছে দেওয়া।

যে আদর্শে পৌঁছাতে হলে কুরআন থেকে হেদায়াত লাভের সাহায্যে নিতে হবে, সার মৌলিক শর্তগুলো হল তাকওয়ার মানসিকতা নিয়ে কুরআন অধ্যায়ন, আল্লাহ তায়ালার ও তাঁরমননীত রসুল সা.-এর আদর্শ জীবন পরিচালনা করা।

রব বা প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহ তায়ালার জীবন বিধান সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করে একান্তভাবে তাঁর ইবাদাত করা।

আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের জন্যই মানুষের সৃষ্টি সুরা ফাতিহার প্রথমেই "সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যই" বলে তাঁর সকল অংশীদারত্ব নাকচ করে তাওহীদের পরোক্ষ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

পরের শব্দে "রাব্বুল আলামীন" বলেন, আল্লাহ তায়ালার একচ্ছত্র আধিপত্য ঘোষনা করা হয়েছে। এখানে রুবিয়্যত বা প্রতিপালনের মাধ্যমে মানুষের জীবিকার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। তাই অহেতুক জীবিকা অর্জনে অবৈধ পন্থা অবলম্বন নিচক অমূলক ব্যাপার। আল্লাহ তায়ালা যা খাওয়াবেন তাই খেতে হবে কমও নয় বেশিও নয়, অবৈধ পন্থা শুধু রিযিকটাকে হারাম করে দেয় যার পরিণতি জাহান্নম। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ: তিনি কাফিরদেরকে খাওয়াচ্ছেন এবং জাহান্নামেও দিবেন।

পবিত্র কুরআনে ১১৪টি সুরা আছে এবং প্রতিটির সতন্ত্র এক বা একাধিক নাম আছে। তম্মধ্যে এই সুরাটির অসংখ্য নাম দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে অন্যতম হল-ফাতিহাতুল কিতাব, সুরাতুশ শিফা, সুরাতুদ দোয়া ইত্যাদি, নামকরণের কারণ ও প্রেক্ষাপট প্রভৃতি উক্ত বইয়ের নামকরণ অধ্যায়ে লেখক বিশাদ আলোচনা করেছেন।

সুরাটির দু'টি দিক রয়েছে প্রথম দিক আল্লাহ তায়ালার জন্য। দ্বিতীয় দিক বান্দার জন্য। প্রথম দিকে বান্দা আল্লাহ তায়ালার প্রশংসায় লিপ্ত হয় দ্বিতীয় দিকে বান্দা আল্লাহ তায়ালার থেকে সাহায্য প্রার্থনা চেয়ে নেয়। যার প্রতিটি পংতির জবাব মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে সাথে দিয়ে থাকেন। যেমন কেহ পড়ল

- আমাদের সরল সঠিক পথ দেখাও (আয়াত : ৫ ফাতিহা)
- জবাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন - আমি তোমাদের তাই দেখাবো।

প্রকৃতপক্ষে, আমাদের একাগ্রতা, বিশ্বাসের কমতি ও অন্যান্য পাপরাজির কারণে আমরা তা শুনতে, অনুধাবন করতে পারি না।

কেহ অসুস্থ হলে, রসুল সা. বলতেন, সুরা ফাতিহা পড়। কুরআনের এই নির্যাস দ্বারা রোগ ব্যাধি ভাল হয়ে যেত। রসুল সা. বলতেন সুরা ফাতিহা পাঠ করলে প্রতিটি কথার জবাব আল্লাহ তায়ালা সাথে সাথে দিয়ে থাকেন। আজ সুরা ফাতিহা শত সহস্রবার পাঠ করা হচ্ছে কিন্তু সাহায্য কামনাও এর মর্মার্থ আমাদের জানা নেই শুধু মন্ত্রের মত মুখ আওড়ালে ফলের আশা কি করা যায়?

বইটির গুরুত্ব তুলে ধরায় লেখকের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও আন্তরীকতার অন্যতম প্রমাণ বহন করে, সুরা ফাতিহার প্রতিটি শব্দের ও এর আনুসাঙ্গিক বিষয়গুলোর অনুকূলে কুরআন ও হাদিসের অকাট্য দলিল নিয়ে আসা যেমন : مَالِكِ يَوْمِ الدِّين "বিচার দিনের অধিপতি" লেখক এই আয়াতের ব্যাখ্যায় যে সব আয়াত এনেছেন।

১. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿البقرة:١٠٢﴾

2. فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿البقرة: ٢٥١﴾

3. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿آل‌عمران: ٢٦﴾

আরো অসংখ্যো পৃষ্ঠা - **১২২**।

এই বাড়তি আকর্ষণ বইটিকে সফলতার শীর্ষে নিয়ে গেছে।

এই বইখানা আমাদের আরো যা জানায় সুরা ফাতিহার অর্থ, বস্তুনিষ্ঠশিক্ষা এর আগে ওপরের ঘটনাপ্রবাহ, এর প্রেক্ষিত প্রতিটি শব্দের ও ছন্দের গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন।

এই বইটির মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার সাথে বান্দার একটি আত্মীক যোগাযোগ তৈরি হয় গবেষণা লেখক ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেকের সফলতা ও শক্তি এই জায়গাতেই। এখানে একজন গবেষকের নির্মোহ দৃষ্টি, বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা, তথ্যনির্ভরতার মাধ্যমে মুসলিম জাতিকে জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা করেছেন।

বইটি অত্যন্ত সময় উপযোগী এর অলংকারিক কথাগুলো বিভিন্ন ভাষায় অনুবাধ করে সারা বিশ্বের এর বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করা হলে মুসলিম জাতি প্রতিনিয়ত উপকৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার মঙ্গল করুন।

মোঃ আনোয়ারুল কবীর, *পি.এইচ.ডি*
সহকারি অধ্যাপক, আরবী বিভাগ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

আত্-তাওহীদ : ইটস্ ইমপ্লিকেশনস্ ফর থ্যট এন্ড লাইফ

লেখক : ড. ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী, প্রকাশক : ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ইসলামিক থ্যট, প্রকাশ: ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি. (তৃতীয়), পৃষ্ঠা : ২৩৭

ড. ইসমাঈল রাজী আল-ফারুকী (১৩৩৯-১৪০৬ হিজরী, ১৯২১-১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ) বিশ শতকের অন্যতম প্রধান মুসলিম পণ্ডিত, চিন্তাবিদ, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শিক্ষাবিদ, ইসলাম ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব এবং আধুনিক জ্ঞানজগতে ইসলামিকরণ বা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। আল রাজী আল-ফারুকী এক উন্নত ব্যক্তিত্ব ও যথার্থমানের এ্যকাডেমিসিয়ান। তিনি ১৯৫৮ থেকে ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত (Mc Gill) ম্যাকজিল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজের অধ্যাপক, করাচির সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ইসলাম এর অধ্যাপক (১৯৬১-১৯৬৩), ছিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৬৩-১৯৬৪) হিস্ট্রি অব রেলিজিওন্স এর অধ্যাপক এবং Syracuse বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৬৪-১৯৬৮) ধর্মের বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। এছাড়া তিনি (১৯৬৮-১৯৮৬) Temple University তে ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি Islamic Studies Group of the American Academy of Religion এর প্রতিষ্ঠাতা। সুদীর্ঘ দশবছর যাবৎ তিনি এর সভাপতিত্বের আসন অলঙ্কৃত করেন। Inter Religions Peace Colloquium এবং the Muslim Jewish– Christian Conference এর Vice President এবং সিকাগোয় অবস্থিত American Islamic College এর President হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বহু শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়তে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ইসলামি বিশ্বের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভিজিটিং প্রফেসর ও পরামর্শকরূপে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আধুনিক মুসলিম চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বদের পরম শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হন। বিশেষত : ইসলাম ও তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্রে তাঁর অনন্য অবদান ও অখণ্ডনীয় যুক্তিবাদিতায় ইয়াহুদী-খ্রীস্টান পণ্ডিতগণ তাঁর মুকাবেলায় নিতান্তই অসহায় বোধ করতেন। ক্রমান্বয়ে পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবাদী চিন্তাশীলদের নিকট তিনি অন্যতম ভীতি ও ত্রাসে পরিণত হন। শুধু সে কারণেই বুঝি তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে গণতন্ত্রের স্বর্গপুরী না স্বপ্নপুরী আমেরিকায় নৃশংস ঘাতকের হাতে জীবন দিতে হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক খ্যাত বিভিন্ন জার্নাল ও ম্যাগাজিনে তাঁর শতাধিক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া পঁচিশটিরও বেশি বিখ্যাতসব গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। তাঁর প্রতিটি গ্রন্থই সুচিন্তিত, সুলিখিত, উদ্দেশ্যবাদী এবং মুসলিম উম্মার পুণর্গঠন, সত্যতা বিধান এবং ইসলামের জরুরী বিষয় সম্বলিত, তুলনামূলক অধ্যয়ন, গবেষণা, ধর্মতত্ত্ব, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও আদর্শের উপর লেখা। বিশেষত : ইসলাম, খ্রীষ্টবাদ এবং ইয়াহুদীবাদে স্বকীয় অর্থে বোদ্ধা যে কতিপয় মুসলিম দক্ষ পণ্ডিত ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব রয়েছেন- তাদের অন্যতম আল-ফারুকী। তাঁর উল্লেখ যোগ্য গ্রন্থসমূহ হলো : *Historical Atlas of the Religions of the World, Irialogue of the Abrahamic Fiaiths, Christian Ethics: A Historical Analysis of 1st Dominant Ideas* এবং তিনি ও তাঁর স্ত্রী *Dr. Lois Lomya* এর সমন্বয়ে রচিত *The Cultural Atlas of Islam*. তাঁর জীবনে জ্ঞান বিজ্ঞান সাধনার চূড়ান্ত ফলশ্রুতির সর্বাধিক মৌলিক অবদান ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত : *Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life* যার ওপর আমাদের এ সশ্রদ্ধ পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের ক্ষুদ্র প্রয়াস।

সূচনাতে ভূমিকা ও মুখবন্ধের পৃষ্ঠা সংখ্যা ব্যতিরেকেই গ্রন্থের শেষাংশে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থপঞ্জির তালিকা, ইনডেক্স ও গেণ্ঢাসারী বা শব্দকোষ সমেত ত্রয়োদশ অধ্যায় সম্বলিত দু'শত সাঁইত্রিশ পৃষ্ঠার এটি একটি বৃহৎ গ্রন্থ।

আল-ফারুকী অত্র গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে যথাক্রমে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, ইসলামের সার নির্যাস ও সারবক্তা হিসেবে আত্-তাওহীদকে আল কুরআনের ভিত্তিতে এমনকি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতেও বিশ্লেষণের প্রয়াস পান। পরবর্তী অধ্যায়গুলো তাওহীদের বিস্তৃতি, বিশ্লেষণ এবং একান্তরূপে এর ফলশ্রুতি বলেই সুপ্রতিভাত হয়ে ওঠে।

প্রথম অধ্যায়ের সূচনাতেই ধর্মীয় অভিজ্ঞতা স্বরূপ আত্-আওহীদ আশ্ শাহাদা অর্থাৎ এ ঘোষণা, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সা. তাঁর রাসূল)' । এ বিপ্লবী ঘোষণায় আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই মর্মে কেন্দ্রীয়রূপে 'আল্লাহ' মুসলিমের প্রতিটি স্থানে, কর্মকাণ্ডে ও চিন্তা চেতনায় বিরাজমান। আল্লাহর উপস্থিতিই মুসলিম চেতনাকে করে সদা প্লাবিত। আদর্শিকতার মানদণ্ডে তিনি সেই সত্ত্বা যিনি হুকুম ও সার্বভৌমত্বের একছত্র মালিক। যার গতিবিধি, চিন্তা এবং কর্ম সবই সন্দেহাতীত। আল্লাহ চূড়ান্ত ও সর্বশেষ বিধায় তা অন্যের উপর নির্ভরতার সম্ভবনাকে চূড়ান্ত ভাবেই অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। ইসলাম আল্লাহ সম্পর্কিত বিশুদ্ধতার ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে এবং মহান আল্লাহর সত্ত্বা ও পরিচয়ের ক্ষেত্রে শব্দ প্রয়োগে সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করে। এজন্য 'Father,' 'Intercessor' Savior, 'Son' ইত্যাকার শব্দচয়নকে চিরতরে বিলীন করে আল্লাহকে একক, অতুলনীয়, চিরন্তন, অতিন্দ্রীয় সত্ত্বারূপে প্রকাশ করে। যেখানে কেউ আল্লাহর সাথে সত্ত্বার দাবী তুলতে পারেনা। ইসলামি নীতিতে "No man or being is one iota nearer to God than any other (p-3)' অর্থাৎ কোন মানুষ অথবা সত্ত্বা অন্য কারো চেয়ে আল্লাহর নিকটতর নয়। ব্যক্তির ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে আল্লাহর এ চূড়ান্ত একত্বের প্রাসঙ্গিকতা সকল মানুষের জন্য কতই না সহজবোধ্য। এ প্রেক্ষিতেই আল-ফারুকী বিশ্বদৃষ্টি হিসেবে আত্-তাওহীদকে সামনে আনেন আল্লাহ এক ও একক। তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ, তাঁর থেকে কেউ জন্ম নেয়নি । তিনিও কারো থেকে জন্ম নেননি। তিনি ইন্দ্রিয়াতীত, কিছুই তাঁর মত নয়। তিনি চিরস্থায়ী অনন্ত, অনন্য লা শরীক। আর তাঁর সৃষ্টি ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত, স্থান-কাল, অভিজ্ঞতা, সকল সৃষ্টি- আকাশজাহানসমূহ, পৃথিবী, জীবজন্তু, বস্তুজগৎ, বৃক্ষলতা, মানব-দানব, ফেরেশতাকুল, জান্নাত-জাহান্নাম এবং এসব অস্তিত্বের পর এদের পরবর্তী যাবতীয় রূপ ও বিকাশধারা। তাই স্রষ্টা ও সৃষ্টি- অস্তিত্ব, অস্তিত্বের স্বরূপ, অবস্থান, অভিজ্ঞতা ও জীবনের দিক দিয়ে চূড়ান্ত ও সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। অতএব এমনটি কখনো সম্ভব নয় যে, এর একটি অন্যটির সঙ্গে সংযুক্ত বা অন্যটির মধ্যে প্রবিষ্ট হতে পারে, কিংবা একটিকে অন্যটি বলে সংশায়িত করা বা অন্যটির মধ্যে বিশিষ্ট জ্ঞান করা যেতে পারে। অস্তিত্বের দিক দিয়ে খোদাতাআলা সৃষ্টিতে রূপান্তর হতে পারেন না। আবার সৃষ্টিও পারেনা ইন্দ্রিয়সীমা অতিক্রম করতে কিংবা নিজেকে এমন ভাবে রূপান্তরিত করতে যাতে সে কোন না কোন ভাবে বা কোন অর্থে স্রষ্টা বনে যায় বা স্রষ্টা হয়ে যায়। অতপর: তিনি মানুষের প্রতি খোদার অফুরন্ত দান ও অনুগ্রহ এবং খোদার উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা মুতাবিক এ বিশ্ব পরিচালনায় মানুষের ক্ষমতা, খিলাফাত, তার নমনিয়তা, দায়িত্বশীলতা ও তার জবাবদিহিতার তাৎপর্য তুলে ধরেন।

আল-ফারুকী এ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্-তাওহীদকে ইসলাম ও ইসলামি সভ্যতার সারবক্তা ও সারনির্যাস বলে চিহ্নিত করে বলেন- যেহেতু তাওহীদই ইসলামি সভ্যতার ভিত্তি তাই মুসলমানরা তাওহীদ বিজ্ঞানের বিকাশ সাধন করে। এর অধীনে স্থাপন করে জ্ঞানতত্ত্ব বা যুক্তিদর্শন, নীতিশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র এবং ম্যাটাফিজিক্স-অধিবিদ্যা বা এককথায় যাবতীয় বিধি বিধান। অতপর : তিনি দেখিয়েছেন ইয়াহুদীবাদ, খ্রীষ্টবাদ কিংবা হিন্দুবাদ আল্লাহর একত্ব ও আতিন্দ্রীয়তাকে লংঘন করে খোদাকে মানবীয় বৈশিষ্ট্যে রূপদেয়ার অপপ্রয়াসে কিভাবে বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্ঠতায় লিপ্ত হয়েছে। বিশেষত : সেমেটিক শিকড় থেকে উৎসারিত ইয়াহুদীবাদ ও খ্রীষ্টবাদের সাথে আল্লাহর অতিন্দ্রীয়তার প্রশ্নে সর্বশেষ ধর্ম ইসলামকে এভাবে সম্পর্ক নির্ণয় করতে হয়েছে যে, ইসলাম তাদেরকে সেরূপ ভাবে যেমনটি সে নিজেকে ভাবে (It regards them as it did itself) এবং মনে করে। এসব ধর্ম এবং ইসলাম মিলে পৃথিবীতে ঐশী মিশনের বাহক। মূলত এ প্রেক্ষিতেই ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মের সংগে একাত্মতা ঘোষণা করেও ইসলাম তাদের ত্রুটি গুলি সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছে এবং এদের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তিগুলোকে সংশোধন করতে সচেষ্ট হয়েছে ওহি ভিত্তিক অখণ্ডনীয় যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে। ইসলাম নির্দেশ করেছে যে, আল্লাহর এককত্ব ও অতিন্দ্রীয়তা সম্পর্কে ভ্রান্তি ধারণা সেমিটিক চৈতন্যের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক বিভ্রান্তি। ইসলাম দাবী করে ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টধর্ম এ জঘন্য অপরাধে নিজেদেরকে অপরাধী সাব্যস্থ করেছে। এভাবেই ইয়াহুদীবাদে খোদার মানবীয় রূপ, খ্রীষ্টবাদে ত্রিত্ববাদ এবং হিন্দু

ও অন্যান্য ধর্মে বহুদেবতাবাদ ও সৃষ্টি বস্তুকে খোদায়ীত্ব আরোপ এসবই তাওহীদের ভিত্তিতে অসার এবং ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত।

চতুর্থ অধ্যায়ে এ বিজ্ঞ গ্রন্থাকার আত্-তাওহীদের ভিত্তিতে সত্যের এককত্ব প্রমাণ ও বিশ্লেষণে ব্রতী হন। আল্লাহ একক এবং তাঁর একটি গুন বৈশিষ্ঠ্যগত নাম 'আলহাক্ক' চূড়ান্ত সত্য যা আল্লাহর মধ্যেই চূড়ান্তরূপে নিহিত। তাই যাবতীয় সত্যের উৎস স্বয়ং আল্লাহ। অন্য কিছু নয় বিধায় মানুষকে তাঁরই নিকট থেকে সত্য ও পথনির্দেশা গ্রহণ করতে হবে। এভাবে আত্-তাওহীদ পরম জ্ঞানতাত্ত্বিক সত্য ও নৈতিক পর্যায়ে প্রত্যাশার বিধান প্রদান করে (Al Tawhid prescribes optimism on the epistemological and ethical levels. P. 46) যাকে আমরা সহিষ্ণুতা বলে জানি।

পঞ্চম অধ্যায়ে 'অধিবিদ্যার মূলনীতি' (The Principles of Metaphysics) বিশ্লেষণে লেখক বলেছেন- আল্লাহ সুশৃঙ্খল এ বিশ্বজগতের মধ্যে যা কিছু বিদ্যমান তা সবই উদ্দেশ্যময় করে সৃজন করেছেন। বিশ্বের সর্বত্র প্রতিটি বস্তুর উপর তাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত থাকায় বিশ্বজগতে সুশৃঙ্খলা বিরাজিত ও প্রতিষ্ঠিত।

ছষ্ঠতম অধ্যায়ে 'নীতিশাস্ত্রের মূলনীতি' বিশ্লেষণে লেখক বলেছেন- এ সৃষ্টিজগতে বৃহৎ কর্তব্য পালনের জন্য মানুষকে ইন্দ্রিয়শক্তি, যুক্তি বোধ ও বিবেক শক্তি, কর্মের সামর্থতা ও পারঙ্গমতা পূর্ণতায় উন্নীত হওয়ার অধিকারী (এমন কি তাকে ফেরেশতার উপরও শ্রেষ্ঠত্বের গুনে বিভূষিত) করা হয়েছে। ইসলামে মানবতাবাদ, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, মানুষের নিষ্পাপতা, খোদার প্রতিকৃতিতে মানবের সৃষ্টি, কর্মবাদের নিশ্চয়তা বিধান এর বিপরীতে অন্যান্য ধর্মে সন্যাসবাদ, বৈরাগ্যবাদ প্রভৃতি তাদের পাদ্রী ও ধর্মীয় হোতাদের আবিষ্কার বৈ কিছু নয়। অতঃপর : আল-ফারুকী অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে উম্মাহর ধারণা, এর তাৎপর্য, দায়িত্ব ও কর্তব্য, এর শ্রেষ্ঠত্ব, উম্মাহর বিশ্বজনীনতা, গোটা মানব জাতির কল্যাণে মুসলিম উম্মাহর উদ্ভব, বিশ্বে তার নেতৃত্বে খিলাফত, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, তাঁর আইন ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক পর্যায়ে কার্যকর ও বাস্তবায়নের ইংগিত দান করেন। এভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় যে, ইসলামে মানবতাবাদ ও উম্মাহর বৈশিষ্ট্য আর অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদে মানবতাবাদের মধ্যে এক বিশ্বের ব্যবধান বিদ্যমান।

সপ্তম অধ্যায়ে তিনি সমাজব্যবস্থার মৌলনীতি বিশ্লেষণে ইসলামের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এবং সমাজ ব্যবস্থায় তাওহীদ ও মুসলিম উম্মাহর গুরুত্ব অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। এতে তিনি ক্রমান্বয়ে ভারতীয় ধর্মসমূহ, ইয়াহুদীধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম ও সেক্যুলারিজম থেকে ইসলামকে ভিন্ন বৈমিষ্ট্যমন্ডিত করে উপস্থাপন করেছেন। বিশেষভাবে উল্ল্যেখযোগ্য যে, পাশ্চাত্য সমাজে সেক্যুলারিজম ও চার্চের কর্তৃত্ববাধীতায় ব্যক্তি স্বাধীনতা উপেক্ষিত। ইউরোপে ক্যাথলিক চার্চের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠা ও কুক্ষিগতকরণের পেক্ষাপটে সেক্যুলারিজমের জন্ম হয় যা ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় কিছুতেই প্রযোজ্য নয়। তিনি জীবনের সর্বত্র তাওহীদ ও ইসলামের প্রাসঙ্গিকতার যথার্থতা প্রমাণ করেন।

অষ্টমতম অধ্যায়ে উম্মাহর মৌলনীতি পর্যায়ে ইসলামি উম্মাহর প্রকৃতি, সমাজব্যবস্থায় বিশ্বজনীনতা, সমগ্রতাতত্ত্ব, প্রকৃতি, স্বাধীনতা এবং মুসলিম উম্মাহর সার্বজনীন মিশনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। উম্মাহর এককত্ব, সংহতি, সর্বব্যাপকতা, বৈষয়িকতা, গতিশীলতা, আঙ্গিকতা এবং পারস্পরিক সম্পর্কের গভীরতা নিয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন উম্মাহকে বাদ রেখে ইসলামের অস্তিত্ব কল্পনাতীত। ইসলাম হচ্ছে গতিশীল মধ্যপন্থার দ্বীন।

নবম অধ্যায়ে তিনি মুসলিম সমাজে পরিবারকে একটি গঠনমূলক ইউনিট হিসেবে চিন্তা করেন যেখানে তাওহীদের ভিত্তিতে পরিবার, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার এবং এরই ভিত্তিতে প্রেম ভালবাসা ও নিয়ম নীতির শৃঙ্খলার প্রশিক্ষণ অর্জিত হয়। এভাবে সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা হয় সমাজে। আল-কুরআনে পরিবারের সকল সদস্যের নাম উল্লেখ করে মর্যাদাগত ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, ভরণ পোষণ ও উত্তরাধিকার বিধানের মাধ্যমে বাধ্যতামূলকভাবে সম্পদের বন্টন নিশ্চিত করা

হয়েছে। ইসলামে পরিবার হলো সম্প্রসারিত পরিবার- যেখানে স্নেহ বা লোক শ্রদ্ধা, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ এবং ত্যাগ তিতিক্ষা প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যা পাশ্চাত্য সমাজ ও পরিবারের সম্পূর্ণ বিপরীত।

দশম অধ্যায়ে লেখক রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলনীতি বিশ্লেষণে উম্মাহর সকলকে আল্লাহর রজ্জু ধারণ, সদা সৎকর্ম সম্পাদন এবং তাতে উৎসাহ প্রদান, মন্দ ও অশ্লীল কর্ম থেকে নিজকে ও অপরকে সুরক্ষা, মন্দের নিষেধাজ্ঞা, ন্যায় ও সাম্য অধিকার প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা জরুরী বলে মতামত দিয়েছেন। তাওহীদ ও খিলাফতের বিশ্লেষণে তিনি মন্তব্য করেন যে, মহান আল্লাহ সর্বময় কতৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী। তিনি মানুষকে খিলাফত বা তাঁর প্রতিনিধির মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন যে ক্ষমতা প্রয়োগ করে সে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করতে পারে প্রত্যাশিত ন্যায়, শান্তি ও নিরাপত্তা।

একাদশ অধ্যায়ে আল-ফারুকী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতি তাওহীদের ভিত্তিতে এবং বস্তু ও আধ্যাতিকতার যোগসূত্রতা ও সংহতির উপর গুরুত্বারোপ করেন। ইহজাগতিকতাবাদ, কর্মের নৈতিকতা, উত্তমতা এবং উৎকর্ষতা, নৈতিক মানুষ ও সক্রিয় ব্যক্তিত্ব সত্ত্বা, উৎপাদনে ও ভোগে ইসলামি অর্থনীতির বিশ্বজনীনতা এবং এর শ্রেষ্টত্ব বিশ্লেষণ করেন। অতপর: তিনি পরিবারে স্ত্রীলোকদের অনন্য ভূমিক, তার মর্যাদা ও উম্মার ক্ষেত্রে তার অতুলনীয় ভূমিকা বিবৃত করেন।

দাদ্বশতম অধ্যায়ে বিশ্ব ব্যবস্থার মূলনীতি হিসেবে মানুষের বিশ্বজনীন ভ্রাতিত্ব, ইসলামে শান্তি প্রতিষ্ঠানীতি, ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শান্তি প্রতিষ্ঠার বাস্তবতা বিশ্লেষণ করেন।

ত্রয়োদশতম অধ্যায়ে তিনি বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেন- তাওহীদ সৃজনশীলতার বিরোধী নয় বরং এর উৎস ও নিয়ামক। তাওহীদ সৌন্দর্যকে পবিত্র গণ্যকরে এর পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎকর্ষ সাধন করে একে সর্বোচ্চমানে পরিশুদ্ধতা দান করে। ইসলামে প্রথম শিল্পকর্ম হিসেবে মহান মর্যাদা সম্পন্ন পবিত্র আল-কুরআন অবতীর্ণ হয় যা সর্বোত্তম শিল্পকর্ম এবং বিস্ময়কর মুজিজা বলে প্রমাণিত। যা শুদ্ধ করে মানব মনকে, যার মুকাবেলায় পরাস্ত হয়ে আসে মানবের মননশীলতা। তাকে উদ্দীপ্ত করে আল্লাহকে জানতে, আল্লাহর বিশ্বয়কর শিল্পকর্ম নিয়ে ভাবতে। তাই আলোচ্য বইটির মূল্যায়নকল্পে এ মন্তব্য করতে হয় যে, ইসলাম ও ইসলামি জীবন দর্শন ও বিধানের উপর বিশেষত : পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের বহু মুসলিম-অমুসলিম প্রাচ্যবিদের ব্যাপক লেখা ও গবেষণা প্রকাশিত হলেও ইসলামের মূল ভিত্তি ও সার নির্যাস আত্-তাওহীদের উপর ব্যাপক দৃষ্টিকোণ ও জীবনের সামগ্রিক দিক উল্লেখ করে ইংরেজিতে লিখিত এরূপ গ্রন্থ খুব কমই নজরে পড়ে। আদতে এটি প্রথাগতভাবে লিখিত কোন গ্রন্থ নয়; বরং এটি খুবই সুচিন্তিত, কঠোর শ্রমসাধ্য, অত্যন্ত সতর্ক এবং ব্যাপক দৃষ্টিকোণ থেকে লিখিত একটি অনুপম গ্রন্থ। আল-কুরআনের সত্য জ্ঞান, বাণী-নির্দেশনা, ইতিহাসের পথ পরিক্রমা, বিভিন্ন ধর্ম, জাতি, সভ্যতার উত্থান পতনের বাস্তব ইতিহাস, দর্শন ও নৃতত্ত্বের প্রেক্ষাপটে গবেষণার ক্ষেত্রে দক্ষতার সাথে সে সব উপাদান ব্যবহার ও প্রয়োগ করে এ গবেষণা কর্মটিকে তিনি যথার্থমানে উন্নীত করনের প্রয়াস পান। তাই বাস্তব কারণেই গন্থটির উন্নত ভাষাশৈলী, চিত্তাকর্ষণ, চিন্তা ও লক্ষের অবিচ্যুততা অব্যর্থতা, গঠনমূলক পদ্ধতি, যুক্তির প্রাচুর্যতা, সত্য আবিষ্কার, ও তা প্রকাশ ও নির্দেশনায় ইসলামের চিরন্তন, সর্বব্যপী ও সার্বজনীন ভিত্তি আত্-তাওহীদের ব্যাপকতা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণে তাঁর নির্ভেজাল আন্তরিকতা ত্যাগ ও শ্রম সাধ্যতা বিদগ্ধ মহলকে সবিশেষ অনুপ্রাণিত করে।

সেই সাথে ভাষা, ভাষার প্রকৃতি, বাক্য বিন্যাস, সংশ্লিষ্ট বন্ধু পরিভাষা, বিভিন্ন ধর্মীয় শব্দাবলী এমন যে, লেখকের নিজস্ব চিন্তারীতি ও বৈশিষ্ঠ্যের হেতু সাধারণ পাঠকের জন্য গ্রন্থটির উপলব্ধি কিছুটা হলেও দূরহ বৈকি! এরই মধ্যে বাংলা ভাষায় এমনি একটি কঠিন উচুমানসম্পন্ন গ্রন্থের অনুবাদ সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন আমাদের সকলের প্রিয় কথাশিল্পী শাহেদ আলী। যদিও মূল ইংরেজি গ্রন্থের ভাষ্যের প্রেক্ষিতে অনুবাদে কোথাও কোথাও অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত

হয়, তবু এ অনুবাদ কর্মটিকে অধিকতর স্পষ্ঠ ও সহজসাধ্য করে সকলের উপকারে উপস্থাপনের দায়িত্ব ও দায়ভার অনুবাদ প্রকাশক বিআইআইটির কাঁধেই বর্তায়।

সবশেষে উম্মাহর স্বার্থেই মূল ইংরেজি গ্রন্থ এবং এর অনূদিত বাংলা গ্রন্থটির ব্যাপক আকারে সফল প্রচার ও প্রশার সর্বান্তকরণে কামনা করি। আল্লাহ আমাদের সকলকেই হিফাজত ও কবুল করুণ। আমিন॥

মোঃ রফিকুল ইসলাম
প্রফেসর, বাংলাদেশ ইসলামি ইউনির্ভাসিটি, ঢাকা।

On the Origins of Human Society

By Malik Bennabi, Published by the Open Press, London, Toronto and Kuala Lumpur, ISBN: 983-9541-01-3, Page: 144

Malik Bennabi (1905-1973) is a leading Muslim Arab scholar. He is the forerunner of a new stage of the development of Islamic thought in the Arab world. Professor Fahmi Jadan said that, since the time of Ibn Khaldun, Bennabi was the most prominent Arab thinker to have concerned himself with the question of civilization. We find out two main objectives in Bennabi's works: 1. to acquaint a wider audience with the contribution of the 20th century outstanding Muslim scholarly thinking; 2. to add a new dimension to the ongoing debate on what has come to be known as Islamization of knowledge discourse looking within both wider historical and epistemological context. And, he is doing that very much effectively through his significant contribution '*On the Origins of Human Society'*. This book is not only for any specific group of people but, it is a contemporary analytical exchange of ideas for all. The book of 144 pages was published by The Open Press, London, Toronto, Kuala Lumpur, 1998, ISBN 983-9541-01-3, and translated and annotated by Mohamed Tahir El-Mesawi.

The present translation is based on the Arabic version of Bennabi's *Milad Mujtama*, which was first published in 1962 in Cairo. This version was itself a translation from a French original which has never been published. In fact, the Arabic translation was made under the supervision of the author himself.

The book is written in sixteen chapters and an affluent index. Writer tries with his outstanding approach to a resourceful synthesis of the two extreme trends and holds a balanced position between them. He talks about, in the introductory chapter, on basic concepts of culture and civilization. In the second chapter, he discusses on species and society. He also discusses, in the same chapter, on the meaning of the term 'society' from historical perspective. In chapter three, he discusses on different Interpretations of historical movements. He presents a comparative study on historical changes or movements (i.e. Georg Friedrich Hegel (1770-1831), British historian Arnold Toynbee (John) (1889-1975) and others). At the same time, he discusses the key points of social and historic movement from the Islamic view point. In chapter four, he stresses on the history and social relations of mankind. He says that the

making of history results from the interaction of three social categories—the realm of persons, ideas and objects. These realms do not act separately from one another. In chapter five, he specifies the origins of social relations with his noted wisdom. In the chapter six, he explains nature of social relationship between the members of the society—from the Muslim and Non-Muslim societal perspective noticeably. In chapter seven, he indicates the genuine social wealth. He says that, the wealth of a society can never be measured by the quantity of "objects" it possesses. Rather, it should be measured in terms of the "ideas" at its disposal. He also says that, the most successful state on the path of genuine human progress was woven by Islam during the *Madinese* era. In chapter eight, he finds out the social problems with its reasons, and pointed out solutions. He says that, we have to deal with it from two perspectives: pathological and curative. In chapter nine, the author emphasizes on the importance of moral values. He says that, human society itself does not create the moral values which regulate its endeavors, and it is an essential factor of a society which guides it towards its goal. In the chapter ten, the author discusses on importance and role of religion and social relations of its inhabitants. In chapter eleven, he shows the real existence of a society, its formation and relations upon which it depends. He also shows that, this network is woven according to the different views of various schools of thought. In chapter twelve to sixteen, he comparatively discusses on the social relations and psychology, the notion of social education, social relations network and colonialism, defense of the social relations network and foundations of social education. Last of all, the author presents a rich index.

The Author discusses, in his book, the major stages of the history of mankind and pointed out the solution of human society from *Quranic* doctrine. On the whole, he exhibits an attractive scenario to embrace the fruitful historical action. In conclusion, he expresses, from his foresights, that, we should never lose sight of the fact, for the sake of a sublime ideal, people are always and everywhere ready to willingly bear the hardships of an austere order that would establish equity and justice between the rich and the poor and guarantee for each person his share with the utmost level of efficacy, being then guided by the following wisdom: *One for all and all for one*'.

Bennabi is not only a contemporary Arab scholar, but he is a great thinker and philosopher of Muslim Ummah—even though a few people differ with him. This book was written on the socio-economic and religious ground of Egypt and Arab world, but it represents the similar picture of other contemporary Muslim societies. However, we may say that, the political, social, economic and religious thoughts and conditions of Muslim Ummah are fruitfully reflected in this book. Also, we believe that this book is of utmost importance not only for Arab society, but for all.

There is no doubt the book is highly useful for general readers and researchers. I desire wider circulation of this book.

Meer Monjur Mahmood, *Ph.D*
Deputy Controller, National University, Gazipur

Perspective on Islamic Thought - 2

Nationalism and Internationalism in Liberalism, Marxism and Islam

By Tahir Amin, Published by International Institute of Islamic Thought (IIIT), Islamabad, Pakistan, Edition : First, 1991, ISBN: 969-462-002-3, Page: 106

The book is composed of an introduction, four chapters, notes, a bibliography and an index. In the first chapter, the author presents myriad of views on nationalism and internationalism given by liberalists from their exclusive idea-formulating domain. In order to understand the dilemma of nationalism and internationalism in the liberal tradition, the chapter undertakes a study of four traditional writers: A.J. Toynnbee, E.H. Carr, Hans Kohn, and Carleton Hayes. The second chapter outlines Marxist view on nationalism and internationalism in which it quests the doctrinal set-up on those facts from two traditional writers: Karl Marx and Friedrich Engels. The third chapter deals with Muslim writers' notional framework about nationalism and internationalism and ideas are taken from the categorical entity as traditionalists, modernists and post-modernists. The fourth chapter narrates the overall scrutiny of what their (liberalists, Marxists and Muslim) views belong to, which delineates the epilogue of their divergent views on nationalism and internationalism.

The queries about nationalism and internationalism have been arguably the dominant phenomena in the scholarly world due to have notional cleavage in interpreting and reinterpreting these in case of humanity of contemporary history. The study keenly seeks a survey of writers' views of the twentieth century categorized into three traditions-Liberalism, Marxism and Islam on nationalism and internationalism that attempt to create both an awareness of significant debates within different traditions on the subject, and to underscore the necessity of a genuine international dialogue based on respect of each other's values- steps which seem absolutely necessary to build a more peaceful world order.

The study from the scholarly points becomes a rigorous research piece on account of having pinpointed diagnosis on nationalism and internationalism from three prolific traditions i.e. Liberalism, Marxism and Islam. Firstly the study commences with liberalists views on those matter which regards nationalism a natural set of principles and inspects to attain world integration with the concrete configuration of diverse states widely called as nation-states worldwide. As usually it is to believe that humanity is segregated into diverse races, languages and colors, and the nation-states intend to triumph over the forces that happened naturally. From the political field it has a trend to believe an individual's pivotal approach in philosophy and liberal democracy is the operational form through which individuals express their views and preferences. In this sense, liberalism does not espouse, or there is no room of, the concept of community in liberalists' point of views. Liberalists chiefly from the economic side stress on two key concerns e.g. growth and modernization for the progress of humanity in

the world. They are more apprehended with mammoth figure in its size beyond allocating with egalitarian approach.

Marxism delineates the history of humankind as the sequential fact of class struggles as Karl Marx launched the first line of his famous book, *The Communist Manifesto* that 'the history of all hitherto existing society is the history of class struggles'. From that point of view, Marxism took the position on behalf of classless human society in the world and it is the ultimate goal of Marxism and their adherents worldwide. It accentuates class struggle as natural and inevitable in the world society where two distinctive classes such as bourgeoisie and proletariats move on one persecutes and other endeavors to survive in its sphere respectively. It recognizes ethnic groups as nations, and believes in socialist democracy as opposed to the bourgeois democracy cherished by Liberalism. Marxism avowals the exploitation and persecution free society as the main motto in terms of performing economic activities in the human society. In this point, it chiefly secures the interests of community as a whole beyond the profit maximization of an individual.

Islam as the completer code of life believes to contain a global community widely called the *Ummah*. The diverse races, languages, creeds, and colors from the Islamic viewpoint postulate a fortuitous fact made by human's misconduct to each other in a society. It makes out the system of *Shura* (mutual consultation) in the community as the hall-mark of its political system but sovereignty belongs to Allah rather than to the king, or the dictator, or even the people. Here *Ummah* from their standpoint is free to make decisions in the circumstantial needs as per the principles laid down in the Holy Qura'n and Sunnah. In this case, justice is the key measure in defining the society's socio-economic atmosphere that builds a bridge between individual and the community in terms of balanced move of the society. It differs with both Liberalism and Marxism, which espouse to pay attention separately to the individual and the community respectively.

The author's innovation in this case shows an unparallel endeavor because of explaining each of the three traditions such as Liberalism, Marxism and Islam from the traditionalist, modernist and post-modernists viewpoints that have given the study the rigorous scholarly and master piece in the realm of scholastic world. For this, this book is a valuable one and it should form the part of the collection of scholars with an interest in contemporary Islamic political thought in general, and to those involved in the Islamization process in particular.

Md. Monirul Islam
Assistant Professor,
Bangladesh Islami University, Dhaka